সংবাদ
তারিখ ..0 6 JAN. 2007. ...
পৃষ্ঠা · ৬ কলাম ... ৪ .....

নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা অর্ধশতকের অগ্রগতি নেই

মো. আবুল হাসান, খনরঞ্জন রায়

দেশের ৩৭ হাজার ৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯ হাজার ৪২৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৭ হাজার ৩১২টি কিন্ডারগার্টেন, ৩৬ হাজার ৪১২টি মাদ্রাসা একটি আইন ও নীতিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ হাজার ৭৪৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪ হাজার ১১২টি উচ্চ মাদ্রাসা থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করে এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল কোর্স চালু করা প্রয়োজন। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন প্রযুক্তিবিদের নিয়োগ দান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীকে সমন্বয় করে ৮ম শ্রেণীতে একটি পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা অতি বড় কোন জটিল ও কঠিন কাজ নয়।

১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা স্লোগান সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' ঘোষণা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালি জাতির মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৫৫-২০০৬ দীর্ঘ ৫১ বছর প্রতিটি সরকার রোজ গার্ডেনের স্লোগান, অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন মাত্র। শিক্ষা পরিকল্পনার বিন্দুমাত্রও নতুন সংযোজন ঘটানো হয়নি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। জাতির জনক অনুধাবন করলেন সদ্য স্বাধীন বাংলার জন্য একটি সংবিধান প্রয়োজন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দেন। সংবিধানে এই দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার সঙ্গে 'শিক্ষা' সন্নিবেশিত করেন। স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে শক্তিশালী শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন।

ড. খুদা স্বল্প সময়ে ১৯৭৪ সালের ৩০ মে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। গত ৩৬ বছরে দেশ পরিচালনায় প্রতিটি সরকারই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের হুঙ্কার প্রদান করে। গঠন করে নতুন শিক্ষা কমিশন। এরই মধ্যে ৮টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ৩৬ বছরে ড. খুদা ছাড়া অন্য কোন কমিটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বঙ্গবন্ধু সরকারের আলোচিত প্রশংসিত কল্যাণ মানসিকতার অন্যতম সফল কর্মকাণ্ড ছিল ড. খুদা কর্তৃক প্রণীত সর্বজনীন কর্মমুখী শিক্ষানীতি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ড. খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে প্রযুক্তিগত উচ্চ শিক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন প্রযুক্তি জ্ঞানহীন জনবল বিশ্ব প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় অর্থহীন হয়ে পড়বে। দেশের ব্যাপক জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তিনি ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এই সিদ্ধান্ত দেশের প্রযুক্তিগত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রকে বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আন্দোলনের দ্বার অবারিত করছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ আরোপিত শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকার। পৃথিবীর কোথাও বাংলাদেশের মতো অগোছালো নিম্ন মাধ্যমিক প্রাথমিক শিক্ষা নেই। দেশে ১২ ধরনের ভিন্ন মতাদর্শের বিদ্যালয়, বিক্ষিপ্তভাবে গত শতাব্দীর পরিত্যক্ত '৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা' কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

বিদ্যালয়গুলো হলো–

(১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (২) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৩) কমিউনিটি বিদ্যালয়, (৪) রেজিস্ট্রেশনবিহীন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৫) উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৬) উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা, (৭) এবতেদায়ি মাদ্রাসা, (৮) পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, (৯) স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, (১০) কিন্ডার গার্টেন স্কুল, (১১) এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়, (১২) গণশিক্ষা কেন্দ্র। এই বিদ্যালয়গুলোর নীতিগত অবস্থান, অবৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালনা, সিলেবাস, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও শিক্ষক নিয়োগের কোন সমন্বয় নেই। শিক্ষার মান ও মূল্যায়নের জন্য জাতীয়ভাবে জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার কারণে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউএনডিপির রিপোর্ট মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৩তম। গত শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিপ্লব ঘটে। বিশ্বের সব দেশেই '৫ম শ্রেণীর পরিবর্তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। হাইস্কুল থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তিনটি শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে স্থানান্তরিত করে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সের মাধ্যমে কর্মমুখী জনসম্পদ গড়ে তুলেছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৯৪৭-এ ব্রিটিশ, ১৯৭১-এ পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে পার করেছি অর্ধশতাব্দী। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার গোঁজামিল ও অপচয় দূর করতে পারিনি। ফলে সব সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। ২ কোটি লোক বেকার জীবন ও সময় পার করছে। ৩২ বছর আগের ড. খুদার উপলব্ধি ছিল ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটিয়ে জ্ঞানতত্ত্ব ও বোধ শক্তির বিকাশে সুনাগরিকত্ব অর্জন অত্যাবশ্যকীয়। ড. খুদার উপলব্ধি কার্যকর করা শুরু হয়নি।

দেশের ৩৭ হাজার ৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯ হাজার ৪২৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৭ হাজার ৩১২টি কিন্ডারগার্টেন, ৩৬ হাজার ৪১২টি মাদ্রাসা একটি আইন ও নীতিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন। ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ হাজার ৭৪৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪ হাজার ১১২টি উচ্চ মাদ্রাসা থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করে এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল কোর্স চালু করা প্রয়োজন। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন প্রযুক্তিবিদের নিয়োগ দান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীকে সমন্বয় করে ৮ম শ্রেণীতে একটি পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা অতি বড় কোন জটিল ও কঠিন কাজ নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুঞ্জিভূত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ৬টি বিভাগে ৬ জন বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে দায়িত্ব প্রদান করলে অতি অল্প সময়ে জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হবে। এর জন্য ঢাকা নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, খুলনা নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে জাতি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।